কীর্তন-মালা

(প্রথম খণ্ড)

কালীপ্রসাদ সিংহ

প্রবিপি

কচুধরম,

চেংকুড়ি, শিলচর—৭৮৮০০৭

কীর্তন-মালা

(প্রথম খণ্ড)

কালীপ্রসাদ সিংহ

এবিপি

কচুধরম,

চেংকুড়ি, শিলচর - ৭৮৮০০৭

Kīrtan Māla (Vol. 1)

By

Dr Kali Prasad Sinha M. A., Ph. D., D. Litt.

পইলা সংস্করণ ঃ
শ্রীপঞ্চমী, ২০ মাঘ, '৯৩ সন
(ফেব্রুয়ারী, '৮৭ ইং)
প্রকাশনাত ঃ
অজা বাবাইসেনা প্রকাশনী
কচুধরম,
পোঃ চেংকুড়ি, শিলচর-৭৮৮০০৭
জি ঃ- কাছাড়, আসাম

ছাপানিত ঃ
রেড্ প্রেস
তারাপুর, শিলচর-৭৮৮০০৩

দাম ঃ রূপা ৫·০০

ভূমিকা

বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সমাজে অধুনা প্রচলিত বিভিন্ন ধরণর ধর্মীয় বা সাংস্কৃতিক এলা বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষাত রূপান্তরিত করিয়া উতালো 'কীর্তন-মালা' নাঙর গ্রন্থ আহান প্রকাশ করানির ইচ্ছা বহুদিন আগেত্ত আছে। ঐ কীর্তন-মালার প্রথম খণ্ড হান প্রকাশ করানি অইল। এ খণ্ডর এলার ভিতরে 'ফিরা-গোষ্ঠ বারো সন্ধ্যা-আরতি', 'জাগরণ বারো মঙ্গল আরতি' এবং 'খুপাক ইশেইর উপযোগী পদ'—এ তিনোতা কেছেট-আকারে স্বল্প দিনর ভিতরে পেইতাঙাই।

শ্রীকালীপ্রসাদ সিংহ

সূচীপত্র

(ক) ফিরাগোষ্ঠ বারো সন্ধ্যা-আরতি

১। বেলী অবসান-কালে ইমা নন্দরাণী
গোপালরে না দেহিয়া যেন পাগলিনী।
ঢলঢল নয়ানর ধারালো বাহিয়া
চাতকিনী সাদে আছে পথ চেয়া চেয়া।

২। বেলী অবসান ঐল, আধারহানো আহিল,
প্রাণধন নীলমণি এবাকাউ না আহিল।
দিনহান ধেনু-লগে থাইলগা বনে বনে;
নাদলু নবনী-সর বাছার চান-বদনে

৩। ননীর পুতুলি তারে এরাদিয়া বনে
কিসাদে থাইতু মোর এ শূন্য ভবনে?
আহিতৈ বুলিয়া আছু আতে ননী লয়া,
আহিগি আধার করের পথ চেয়া চেয়া!
ত্বরা করে আয়, মোর নয়নর মণি,
তোরকা বুলিয়া থছু মাখন-নবনী।

৪। আয়রে কানাই, মোর নয়নর মণি.
তোরকা হাজেয়া থছু মাখন-নবনী।
কুরাঙ আছত, মোর পরাণ- রতন!
নাচিয়া নাচিয়া আয় হৃদয়র ধন—
চঞ্চল চরণর কঙালা কাকেয়ে,
চঞ্চল নুপুরর রুনু ঝুনু রৌরে।

৫। বলাই দাদাই এপেই গোষ্ঠত সময় জানিয়া
মাতের প্রাণর ভাই কানাইরে ডাহিয়া ডাহিয়া—
ঘরে সালো হাট কানাইরে মোর পথ চেয়া চেয়া
থাইতই ইমা যশোমতী তোর কাদিয়া কাদিয়া॥

৬। ঘরে সালো আয়, ও ভাই কানাই,
বেলী নেয়ইল আধার অইতে।
তোরকা বুলিয়া পথ চেয়া চেয়া
যশোমতী ইমা কাদিয়া থাইতে।
নেই কুনো আর ইমা যশোদার,
আছত একেলা পরাণ- রতন।
আনন্দ অপার আহের ইমার
দেহিয়া তোর এ চান্‌দ- বদন!

৭। তোর ইমা যশোদার নেই কুনোজন আর,
আছত ইমার একা গুণমণি
দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে দরশন নাপেইলে
তোরকা অইরী যেন পাগলিনী।
রাখাল তি আমারাঙ, প্রাণনাথ গোপীরাঙ,
ইমারাঙ অর ননীর পুতুলি।
ননী দিয়া ও বদনে অমৃত পেইরী প্রাণে,
তি নেইলে তোর যশোদা কাঙালী।

৮। গোপালে হুনিয়া কথা বলাই দাদার
অধরে বাশীগো থয়া মধুর রহার।
দূরবনে যেতা যেতা গোধেনু আছিলা

হুনিয়া বাশীর ডাক   হাবিয়ো আহিলা।
হাম্বা হাম্বা রবে ধেনু   পুচ্ছ তুলা হুলা
সারি সারি অয়া নন্দ-   পুরেদে সালৈলা।

৯। হাম্বা হাম্বা রবে ধেনু   বৎস লগে লয়া
নন্দপুরে যিতারাগা   সারি সারি অয়া -
ইঙ্গলী, পিঙ্গলী আর   ধবলী, শবলী,
চিতুরী সুরভি রাঙী,   শ্যামলী, কবলী।
আগে আগে ধেনুপাল,   পিছেদে রাখাল,
রাখালর মাজে চেই,   শ্রীনন্দ দুলাল।
নুপুরর তালে তালে   বাশীগো রহেয়া
লম্ফ ঝম্ফ দিয়া কানু   যারগা নাচিয়া।

১০। সময় জানিয়া রাই   সখি লগে লয়া
চেইরী নিরলে অট্টা-   লিকা-শিরে কায়া।
অনিমেষে শ্যামরূপ,   মধু পিয়া পিয়া
প্রেমেরাই সখি-গজে   পড়িরী ঢলিয়া।
শ্যামনাম জপে জপে   প্রেমাকুল অয়া
মাতিরী রূপর কথা   সখিরে ধরিয়া।

১১। চরণে নুপুর থার   রুনুঝুনু রোবৈ।
কমল শাতর রাঙা   কাকেয়ে কাকেয়ে।
কাকালিত অছে পীত-   বসন চঞ্চল।
ঝলমল দিয়ো গণ্ডে   মকর কুণ্ডল।
ডুলের মলয়া বোরে   মালতীর মালা।
ময়ুর প্যাথর চূড়া   বিজুলি-উজলা।

১২। ধেনুলো আহিলা রাম কানু নন্দপুরী;
আনন্দে মগন যত ব্রজগোপনারী।
বহেয়া মঙ্গল ঘট দুৱারে দুৱারে
দিতারা অনন্দ ধ্বনি ব্রজ ঘরে ঘরে।
গেলাগা রাখাল যত নিজ নিজ ঘরে,
আহিলা শ্রীরামকানু নিজ অন্তঃপুরে।
উরে লয়া রামকানু যশোদা যতনে
বদনে চুম্বন দিরী সজল নয়ানে।

১৩। গোপালরে উরে লয়া ইমা যশোমতী
রতন প্রদীপ আতে করিরী আরতি।
ঘনঘন দিরী ইমা চুম্বন বদনে,
অবিরল প্রেমধারা বহের নয়নে।
শ্রীবদনে তুলেদিরী নবনী- মাখন,
চেয়া চেয়া গোপরাজ সজল নয়ন।
সুগন্ধি চন্দন দিয়া গোপালর অঙ্গে
নাচতারা যত গোপী প্রেমর তরঙ্গে।
তালে তালে করতালি দিয়া গোপকুল
নন্দপুরে অছি আজি আনন্দে বিভোল।

১৪। আরতি ব্রজরাজ নন্দকিশোর।
নাচতারা ব্রজগোপী আনন্দে বিভোর॥
শঙ্খ ঘন্টা বীণা বেণু আর করতাল।
মধুর মৃদঙ্গ ধ্বনি কতিরো রসাল॥

নীলমণি কান্তি জিঙে কমল বদন।

রসে ঢলঢল কতি   সজল নয়ন ॥
কুঙ্কুম কস্তুরী রেখা   বিজুলি-উজল ।
বসন ভূষণ অঙ্গে   অতি ঝলমল ॥

চামরে বাঞ্জন দিরী   শ্রীরূপ মঞ্জরী ।
মাগিরী চরণ সেবা   নবীন মঞ্জরী ॥

১৫।   জয় যুগল কিশোর ।
আরতিলো ব্রজনারী   আনন্দে বিভোর ॥
শঙ্খ-ঘণ্টা-বীণা-বেণু   আর করতাল ।
মধুর মৃদঙ্গ-ধ্বনি   কতিরো রসাল ॥

ভুবনমোহন রূপ   কতি ঝলমল ।
ভাবে ঢলঢল অঙ্গ   নয়ন সজল ॥
মধুর মলয়া বৌরে   ভ্রমরার এলা ।
ময়ূর-ময়ূরী অছি   নাচিয়া বিভোলা ॥

ললিতা বিশাখা দ্যগি   দিতারা কস্তুরী ।
ফুলে ফুলে হাজাদিরী   শ্রীবৃন্দা চাতুরী ॥
চামরে বাজন দিরী   শ্রীরূপ মঞ্জরী ।
মাগিরী চরণ সেবা   নবীন মঞ্জরী ॥

১৬। (প্রার্থনা) ব্রজগোপী- প্রাণনাথ! থদে শ্রীচরণে ।
দীন অনাথিনী মোরে জীবনে-মরণে ॥
মিতে অতি মূঢ়মতি,   নেয়ছে ভকতি-রতি,
কৃপাকয়ে রাঙাপদে দে মোরে শরণ ।

অকূল সাগর মাজে থাইলু মি বৃথা কাজে;
এ সাগর তরাদেনে দিয়া কৃপাধন।
ভরসা করিয়া দয়া আছু রাঙাপদ চেয়া;
তি বিনে এ ভবে মোর নেই কুনো জন।

(খ) জাগরণ বারো মঙ্গল-আরতি

১। রাতি অবসানে আজি গৌরাঙ্গ-সুন্দর
ঘুমর আলসে অছে কতি মনোহর।
হ্নার পালঙ্কে যেন হ্নার থাম্পাল !
ঝলমল চারিবেদে রূপর মিঙাল।
অঙ্গগন্ধে ফুলগন্ধে বহিয়া মন্থরে
করের শ্রীঅঙ্গ সেবা মলয় সমীরে।

২। উঠে উঠে গোরাচান্দ বিয়ান ফুইল।
বেলীর মিঙাল চাতা মুঙেদে আহিল॥
শুকশারী কোকিলে চা, অকরেছি এলা।
ময়ূর ময়ূরী অছি নাচিয়া বিভোলা॥
গাছে গাছে সরোবরে ফুল থামপাল।
দিতারা গুঞ্জন ধ্বনি ভ্রমরার পাল।
আর কতি, গোরাচান্দ, থাইতে ঘুমিয়া ?
উঠেনে এবাকা ঘুম- আলস বেলেয়া॥

৩। উঠিয়া শ্রীগোরাচান্দ প্রফুল্ল-বদন।
সুগন্ধি পানিলো কৈলো মুখ-প্রক্ষালন॥
আনন্দে বহিল গোরা মণির আসনে।
গদাধর নিত্যানন্দ বাঙেদে দক্ষিণে॥
অদ্বৈত শ্রীবাস আদি বহিলা মুঙেদে।
সেবা পরায়ণ অছি ভক্ত চারিবেদে॥

৪। গোরাঙ্গ চান্দর চেই   হ্ুনার শ্রীঅঙ্গ।
ওরূপ লাবণী চেয়া   লুকাছে অনঙ্গ॥
চাচর চিকুর অপরূপ   ফুলে ফুলে।
মালতীর মালা গারে   চন্দন কপালে॥
ঝলমল দিয়ো গণ্ডে   মকর কুণ্ডল।
রূপর মিঙালে অছে   ভুবন উজ্জল॥

৫। রতন মন্দিরে আজি   রাতি অবসানে,
মণি-পালঙ্কর গজে,   ফুলর শয়নে,
আছি নীলমণি রাই-   হ্ুনার বরণা—
ঘুমর আলসে, চেই   ও রূপ লাবণী॥

৬। রাতি অবসানে   নিকুঞ্জ শয়নে
ভুবন মোহন রূপ।
শ্যাম গিরিধারী   রাধিকা পিয়ারী
রূপে অছি অপরূপ॥
হ্ুনার কুণ্ডল   কানে ঝলমল
আলু থালু অছে কেশ।
বসন ভূষণ   অছে অযতন
আবেশে দেহ অবশ॥

৭। বিয়ান আহিব ডরে   নিকুঞ্জর বনে
জাগিলা পাহিয়া হাবি   রাতি অবসানে।
রাধাকৃষ্ণ জাগানির   লালসা করিয়া
চেয়া আছি শ্রীবৃন্দার   আদেশ বাছেয়া।
শ্রীবৃন্দার আজ্ঞা পেয়া   হাবিয়ে তিলয়া।
রাধাকৃষ্ণ জাগিতারা   যতন করিয়া।

৮। শুকশারী গেইতারা রাধাকৃষ্ণ-জয়গান।
চলেছে পঞ্চম সুরে কোকিলর কুহুতান॥
ফুলে ফুলে ভ্রমরাই দিতারা গুঞ্জন ধ্বনি।
কেকারোৱে ময়ূরর লগে অছি ময়ূরিণী॥

৯। উঠে উঠে বন্ধু শ্যাম গিরিধারী!
উঠে ভানু সুতা শ্রীরাধা পিয়ারী!
শুকই মাতের- উঠে বংশীধারী,
শারীয়ে ডাহিরী- ও রাজকুমারী।
বিয়ান আহিল চেইতা উঠিয়া,
গুরুজন-ডর নেয়োছেতা কিয়া ?

১০। উঠে উঠে বিনোদিনী কৃষ্ণপ্রেম- বাহুলিনী
ঘরে তোর আছি গুরুজন।
উঠে রাধার জীবন, উঠে কৃষ্ণ প্রাণধন,
যশোদার হৃদির রতন॥

১১। কৃষ্ণ জাগে জয় জয় রসিক-নাগর।
ঘুমর আবেশে এবো কিয়া না জাগর ?
কতি ঘুমে থার কালা রাতি অবসানে!
যাগা যাগা নটবর নিজর ভবনে।

১২। উঠেনে নাগর কালা,
এবো কিয়া ঘুমে থাইলে বিভোলা ?
রাতি লালো গিয়া আহিল বিয়ান,
মিঙালে ঙালছে মুঙবারাহান।

১৩। উঠে রাই বিনোদিনী রাতি অবসান কালে,
ভাল অছে মুঙবারা চাতা বেলীর মিঙালে।
কতি ও ঘুমিতে রাই গোকুল চান্দর উরে !
নিজর মন্দিরে যাগা যাগা রাই ত্বরা করে।

১৪। উঠো রাই কানু বিয়ান ফুইল।
মুঙেদে বেলীর মিঙালো আহিল।
সরোবরে শাতো আছে থামপাল।
খেলতারা রাজ- হংসর পাল।
বেলেয়া নিকুঞ্জ- সুখশয্যা হান,
নিজ ঘরে চলো (হাতো) রাই কালাচান।

১৫। উঠো উঠো রাই-কানু,
(ও চেই) মুঙেদে আহিল ভানু।
মলয়া পবন, চেই, বহের মন্থরে।
গেলাগা জুনাক তারা নিজ নিজ ঘরে।
হুনো অকরেছি এলা ভ্রমর-পাহিয়া।
ময়ূরে নাচিয়া মত্ত পেখম মেলিয়া।

১৬। এতা হুনিয়াউ রাই শ্যাম সুনাগর
জাগিয়া না জাগতারা আবেশে ঘুমর।
শুকশারীয়ে উবাকা উৎকণ্ঠিত ইলা;
বৃন্দারাও শিক্ষা পাছি পদ উচ্চারিলা।
শ্যাম গিরিধারী রাই ও পদ হুনিয়া
ফুলর শয্যার গজে বহিলা জাগিয়া।

১৭। রাই শ্যাম কানু আজি জাগিলা রে !
জাগিলা জাগিলা আজি জাগিলা রে !
শুক শারিকার সুরে (ভ্রমরার মধুসুরে)
কোকিলর কুহু তানে জাগিলা রে !
জাগিলা জাগিলা আজি জাগিলা রে !

১৮। বহিয়া শ্রীরাই কানু রতন-আসনে ;
চারিবেদে বেড়ি দিলা যত গোপীগণে।
সেবাপরা সখি হাবি করিয়া যতন
যুগল সেবার কামে অইলা মগন।

১৯। জাগিলাহে আজি নব যুগল কিশোর।
দিয়োগির রূপ চেই কতি মনোহর॥
আনন্দে মগন যত ব্রজর যুবতী।
দিতারা রতন কুঞ্জে মঙ্গল আরতি॥

ময়ূরে বিভোর নাচে পেখম মেলিয়া।
ভোমরে গুঞ্জনে মত্ত মধু পিয়া পিয়া॥
কোকিলে দিতারা এলা কুহু কুহু রোরে।
নাচের নিকুঞ্জ বন মলয়ার বোরে॥

সখিয়ে দিতারা ফুল কুঙ্কুম কস্তুরী।
সেবা উপচার দিরী শ্রীবৃন্দা চাতুরী॥

২০। এসাদে নিকুঞ্জ বনে রাতি অবসানে
রাধাকৃষ্ণ প্রেমে মত্ত গোপী হাবিহানে।
কৃষ্ণর আদেশে তবে বিষণ্ণ অন্তরে
ত্বরিতে গেলাগা হাবি নিজ নিজ ঘরে।

২১। 'শ্রীরাধে গোবিন্দ জয়' মাতো শ্রীবদনে।
অবিরাম ভজ রাঙা যুগল চরণে ॥
দিন রাতি গেলগা হে কামে অকারণে।
মাতো 'জয় রাধে কৃষ্ণ' আজি এ বিয়ানে ॥

(গ) অন্যান্য আরতি

রাধারাণী-আরতি

জয় জয় শুভারতি জয় রাধারাণী।
মহাভাব স্বরূপিণী গোবিন্দ-মোহিনী॥
শঙ্খ-ঘন্টা-বীণা-বেণু আর করতাল।
মধুর মৃদঙ্গ- ধ্বনি কতিরো রসাল॥

রাঙিলা ছুন'র পদে ছুনার নুপুর।
নীলুরা বসন অঙ্গে কতি সুমধুর॥
গারে মনিমালা, কানে মকর কুণ্ডল।
প্রতি অঙ্গে আভরণ অতি ঝলমল॥

ললিতা বিশাখা ত্যগি দিতারা কস্তুরী।
ফুলে ফুলে হাজাদিরী শ্রীবৃন্দা চাতুরী॥
চামরে ব্যজন দিরী শ্রীরূপ মঞ্জরী।
মাগিরী চরণ- সেবা নবীন মঞ্জরী॥

গৌরাঙ্গ-আরতি

গোরাচান্দ-সুন্দরর জয় শুভারতি ।
অছে সঙ্কীর্তন-ধ্বনি সুমধুর কতি ॥
শঙ্খ-ঘণ্ঠা-বীণা-বেণু আর করতাল ।
মধুর মৃদঙ্গ-ধ্বনি কতিরো রসাল ॥

হ্‌নার শ্রীরাঙা পদে হ্‌নার নুপুর ।
শ্রীঅঙ্গে করের শোভা নীল পট্টাম্বর ॥
বিবিধ ফুলর মালা কণ্ঠে ঝলমল ।
কত কোটি চন্দ্র জিঙে বদন উজ্জল ॥

ব্রহ্মাণ্ড বুজেছে যার মহিমা-সাগর ।
যার ধ্যানে শিব-শুক নারদ বিভোর ॥
দিতারা মঙ্গল ধ্বনি যত ভক্তজন ।
গদাধর নরহরি চামরে ব্যজন ॥

ভোজন আরতি

রন্ধনর শেষে প্রভু পেয়া সম্ভাষণ ।
ভোজন-মন্দিরে কৈল শুভ-আগমন ॥
বাঙেদে অদ্বৈত প্রভু দক্ষিণে নিতাই ।
দিয়োগির মাজে আছে চৈতন্য গোসাই ॥

চৌষট্টি মোহন্ত আর দ্বাদশ গোপাল ।
চারিবেদে শত শত ভকতর পাল ॥
ধবল অন্নর লগে বিবিধ ব্যঞ্জন ।
দধি-দুগ্ধ ঘৃত আর নবীন মাখন ॥

ভকত বৃন্দর লগে হাস্য-সম্ভাষণে ।
ভোজন করের সুখে শচীর নন্দনে ॥
ভোজন করিয়া প্রভু রতন-আসনে ।
বহিল ভকত-লগে প্রসন্ন-বদনে ॥

তাম্বুল যুগেইতারা প্রিয় ভক্তগণ ।
করের গোবিন্দ দাস পাদ-সম্বাহন ॥

জগন্নাথ-আরতি

জয় জয় জগন্নাথ মধুর আরতি।
নীলাচলেশ্বর হরি জগতর গতি॥
শঙ্খ-ঘণ্টা-বীণা-বেণু আর করতাল।
মধুর মৃদঙ্গ-ধ্বনি কতিরো রসাল॥

ইন্দ্রদ্যুম্ন-ভক্তি বশে শ্যামল গোপেশ।
বিশ্বকর্মা-আতে অছে দারুব্রহ্ম-বেশ॥
নবীন-মেঘালা-রূপে রতন-আসনে।
বহেছে সাজিয়া কতি নানা আভরণে॥

একতত্ত্বে তিন রূপ অছে পরকাশে।
জগন্নাথ-বলভদ্র- সুভদ্রার বেশে॥
ব্রহ্মা-শিব-আরাধিত জগত-পাবন।
জগতর নাথ তোর চরণে বন্দন॥

সরস্বতী আরতি

জয় জয় শুভারতি ইমা বীণাপানি ।
বিদ্যার ঈশ্বরী ইমা অজ্ঞান-নাশিনী ॥
শঙ্খ-ঘন্টা-বীণা-বেণু আর করতাল ।
মধুর মৃদঙ্গ ধ্বনি কতিরো রসাল ॥

কোটি-চন্দ্র-জিঙে হবা ধবল বরণ ।
ধবল বসন তোর ধবল ভূষণ ॥
শ্বেত-হংস-গজে ইমা শ্বেত পদ্মাসনা ।
তোর আতে সুমধুর বিদ্যারূপী বীণা ॥

ধূপ-দীপ-ফল-ফুলে ইমার আরতি ।
দিতারা সন্তানে তোর করিয়া ভকতি ॥
বৌদিতারা দাসী হাবি চামর ধরিয়া ।
দে পদে শরণ ইমা করুণা করিয়া ॥

দুর্গা আরতি

আরতি ভবানী ইমা   ত্রিলোক-তারিণী ।
রাজরাজেশ্বরী ইমা   জগত-জননী ॥
শঙ্খ-ঘণ্টা-বীণা বেণু   আর করতাল ।
মধুর মৃদঙ্গ-ধ্বনি   কতিরো রসাল ॥

সিংহ-গজে রাঙাপদ   কতি মনোহর ।
বৃষভ-বাহনে লগে   দেব মহেশ্বর ॥
দক্ষিণে শ্রীলক্ষ্মী দেবী   আর গণপতি ।
বাওঁদে কার্তিক আর   দেবী সরস্বতী ॥

শুদ্ধ ভৃঙ্গারর জলে   ধয়া শ্রীচরণ ।
ধূপ-দীপ-ফল-ফুলে   ইমারে বন্দন ॥
চামরে দিতারা সেবা   শ্রীজয়া বিজয়া ।
আরতিলো দাসী হাবি বিভোর নাচিয়া ॥

শিব আরতি

জয় জয় শুভারতি　　দেব মহেশ্বর।
বৃষভ-বাহন হর　　ত্রিলোক-ঈশ্বর॥
শঙ্খ-ঘন্টা-বীণা-বেণু　　আর করতাল।
মধুর মৃদঙ্গ-ধ্বনি　　কতিরো রসাল॥

কোটি-চন্দ্র জিঙে হবা　　ধবল বরণ।
ত্রিলোচন সদা ভাব-　　বিভোর-নয়ন॥
শিরে জটাজুট, কানে　　ধতুরার ফুল।
আতে শোভা অছে কতি　　ডুম্বুর-ত্রিশূল॥

মৃদঙ্গ বাজার নান্দী　　ভৃঙ্গী করতাল।
ডুম্বুর বাজেয়া শিবে　　নাচের উত্তাল॥
বৌদিতারা দাসী হাবি　　চামর ধরিয়া।
ধূপ-দীপ-ফল-ফুলে　　আরতি করিয়া॥

(ঘ) খুপাক-ইশেইর উপযোগী

১। গুরুদেব ! করে দয়া দীনহীন মোরে ।
ডুবিয়া থাইলু ভব- অকূল- সাগরে ॥
ভবতাপে দিন মোর গেলগা বিফলে ।
ভকতি নাহিল রাঙা কৃষ্ণপদতলে ॥
গুরুতি করুণা নিধি পতিত পাবন ।
কোটি কল্প তরু জিঙে তোর শ্রীচরণ ॥
কৃপা বিন্দু দিয়া মোরে এ ভবে তরাদে ।
রতি ভক্তি হীন মোরে থদে রাঙাপদে ॥

২। গোরারূপ কাচা হুনার বরণ;
রূপ চেয়া অর বিভোর নয়ন ।
ব্রজর শ্যামল মদন মোহন
করানিত রাধা প্রেম আস্বাদন,
শ্রীরাধার রূপে শ্রীঅঙ্গ বেড়িয়া,
হুনার বরণে আহিল নদীয়া ।
শ্রীরাধার প্রেম, নিজর মাধুরী,
কৃষ্ণপ্রেমে রাই কি সুখ পেইরী—
করাত এ তিন তত্ত্ব আস্বাদন
রাধানাথে লছে রাধার বরণ ॥

৩। চেইতা, নাগরী !
গৌরার আমার রূপর মাধুরী ।
অন্তরে নীলুরা থাম্পাল বরণ,
বাহিরে ধরেছে হুনা আবরণ ।
প্রেম জল ধারা নয়নে বহের,

হরি হরি ধ্বনি শ্রীমুখে মাতের ।
অদ্বৈত বাজার মৃদঙ্গ মধুর,
প্রেমর তরঙ্গে ভকত বিভোর ।

৪। আহ চেই, নদীয়ার ও নাগরী !
গৌরার কাচা হুনার রূপর
কতি অপরূপ এ মাধুরী !
জপের মধুর নাম অবিরাম (হরি নাম)
বুক বাহে থার প্রেমবারি ।
পুলকে কদম অচেতন দেহ
ধূলিত যারগা গড়াগড়ি ।
হরিধ্বনি কার জগত বাহিয়া,
আনন্দে উথল নদেপুরী
ভকত ভ্রমর প্রেম মধু পিয়া
টলমল, আহা বলিহারি !

৫। প্রেম রসে অছে ঢল ঢল ।
গৌরচান্দ, চেই, রূপে ঝলমল ॥
নয়ানে বহের চেই প্রেমর তরঙ্গ ।
পুলকে কদম্বফুল হুনার শ্রীঅঙ্গ ॥
হরিবোল হরিবোল বুলের বদনে ।
অবিরল প্রেমধারা বহের নয়নে ॥
ভূমে দের গড়াগড়ি গৌর গুণ মণি ।
দিতারা ভকতবৃন্দ জয় জয় ধ্বনি ॥

৬। কতিয়ো হবা মালতী মালা
গৌরাচান্দর বিনোদ অঙ্গে !

হরি বুলিয়া, বাহু তুলিয়া
নাচের গৌরা প্রেম তরঙ্গে।
চেয়া গৌরার রূপমাধুরী
নদীয়া নারী চেতন হারা।
পরাণ মন অর বিভোলা,
নয়ান-জলে বহের ধারা।

৭। হুনার গৌরাঙ্গ আজি সাজেছে ভিখারী,
লুটিয়া লুটিয়া ভূমে মাতের 'শ্রীহরি-'।
আতে দণ্ড-কমণ্ডলু, ঝুলি নেমপালে,
বিনোদ তিলক চেই বিনোদ কপালে।
দিয়ো বাহু তুলে গোরা করের নর্ত্তন,
প্রেমরসে অছে রাঙা কমল-নয়ন।
মাতের চেইতা—'কই মোর বৃন্দাবন,
রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড গিরি গোবর্ধন ?
কই মোর প্রাণনাথ শ্যামল বরণ,
শ্রীরাধার যশোদার হৃদয়-রতন, ?

৮। ব্রজ বৃন্দাবনে আছিল বলাই ;
নদীয়াত অছে দয়াল নিতাই।
হরি হরি বুলে মত্ত গৌররায়,
গৌর গুণ গেয়া বিভোর নিতাই।
'হরি হরি' ধ্বনি দের গৌরাচান,
নিতায়ে করের গৌর গুণ-গান।
উত্তম অধম পতিত হাবিরে-
দয়াল নিতায়ে বিচার না করে,
পথে ঘাটে হাটে যেগরে দেহের
'প্রেম নেগা' বুলে উগোরে যাচের।

৯। রাধা গোবিন্দর নেই রূপর উপমা।
শিবশুক নারদেউ নাপাছিহে সীমা ॥
শ্যাম নীলমণি রাই হুনার চম্পক।
মেঘর হাদিত যেন বিজুলি জলক ॥
হুনার রাইর অঙ্গে নীলুরা বসন।
শ্যামল বসন চেই হুনার বরণ ॥
ফুলের শ্যামর গলে মালতীর মালা।
রাইর হুনার গলে চেই মতি মালা ॥
শ্যামর মোহন চূড়া অতি ঝলমল।
রাইর বিনোদ বেনী অচেতো চঞ্চল ॥

১০। ইমা, ও শিবানী ! জগত-তারিণী !
শুভদিনে মোর ঘরে আহিলে ভবানী।
কিতালো পূজিতু তোর চরণ হুহানি !
সত্যযুগে ইমা তোর ভজিয়া চরণ
পেইলো সুরথ রাজা নিজ রাজ্য ধন।
ত্রেতাযুগে ইমা তোর পূজিয়া চরণ।
সীতা উদ্ধারিলো রামে মারিয়া রাবণ।

☆